https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

সূচিপত্র

মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

আপনি কি কোন দিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে দেখেছেন?!

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যঃ

নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদাদান

মানব সৃষ্টির রহস্য

অতঃপর হে মানুষ.....

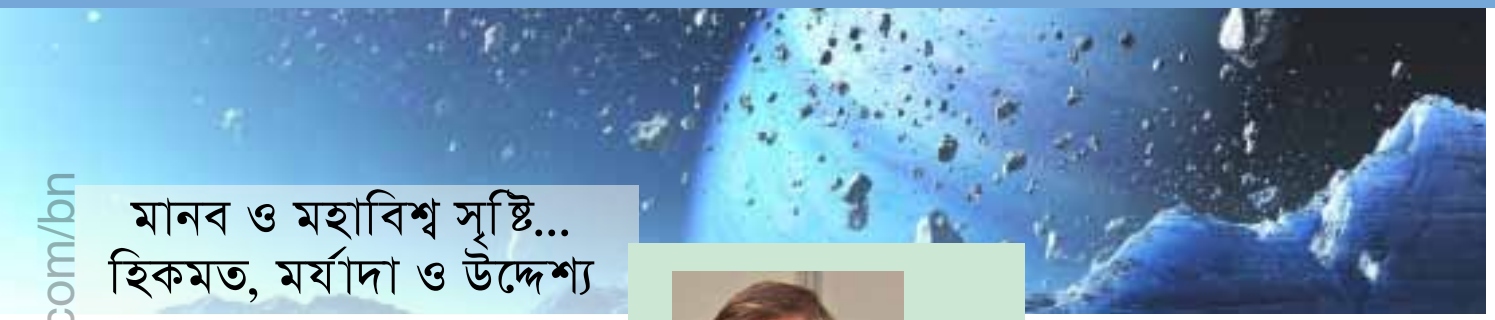

মানব ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি... হিকমত, মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

https://www.path-2-happiness.com/bn

আপনি কি কোন দিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে দেখেছেন?!

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সবচেয়ে উপযোগী পন্থা। এতে মানুষের মনে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। স্রষ্টার মহত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও হিকমত জানা যায়। আল্লাহ তায়া'লা আসমান জমিন যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি কোন কিছু নিরর্থক কিছু সৃষ্টি করেন না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[আল্লাহ যথার্থরূপে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে]।} [আনকাবুতঃ ৪৪]

এ ধরায় কত যে বিচিত্র প্রাণী রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবেনা। এ সব কিছু সৃষ্টির পিছনে কি হিকমত আছে বলে আপনি কি মনে করেন?! এ মহাবিশ্বে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যা আল্লাহর কুদরত ও তাঁর মহিমা প্রমাণ করে। আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অনেক নতুন নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করছে যা মানুষকে মহান সুনিপুণ প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা আল্লাহর মহিমা বুঝিয়ে দেয়।

মানুষ যদি এ মহাবিশ্ব ও এর ভিতরে যা কিছু আছে তা নিয়ে একটু চিন্তা করে এবং গভীরভাবে গবেষণা করে তবে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, এ বিশ্ব অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সুবিন্যস্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী ইলাহ তা সৃষ্টি করেছেন, তিনি একে উত্তমরূপে সুপরিমিতভাবে বানিয়েছেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের
জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক

"আমি যখন মহা শূন্যের কিছু নতুন ছবি দেখলাম তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, হায় আল্লাহ! কাজ সম্পূর্ণ সফল। আমার জীবনের শপথ, ব্যাপারটা খুবই চমৎকার!!"

পল মর্ডেন
হায় আল্লাহ!

এ মহাবিশ্বের আকাশ, আকাশের তারকারাজি, গ্রহ নক্ষত্র ও ছায়াপথ আর জমিনে যা কিছু আছে ও যে সব নদ নদী, খাল বিল, পাহাড় পর্বত, পশুপাখি , গাছপালা ইত্যাদিযা কিছু মহান আল্লাহ তায়া'লা অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, এসব নিয়ে চিন্তা করলেই আমরা আল্লাহর কুদরত, জ্ঞান, প্রজ্ঞা বুঝতে সক্ষম হই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{[কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়। আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে]।} [আম্বিয়াঃ ৩০-৩৩]

জ্ঞানীলোক যখন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে এ বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর ইবাদত করে। সব সৃষ্টজীব আল্লাহর পবিত্রতা বর্ননা করে ও গুনকীর্তন করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে]।} [জুম'আঃ ১]

তারা সকলে আল্লাহর মহিমার সামনে সিজদাবনত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।} [হাজ্বঃ ১৮]

এমনিভাবে সব সৃষ্টজীব মহান আল্লাহ তায়া'লার তাছবিহ পাঠ করে, তাঁর প্রতি বিনীত হয়ে তারই প্রশংসা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখ না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।} [নুরঃ ৪১]

অন্যদিকে মু'মিন ব্যক্তি দেখতে পায় যে, মহাবিশ্ব একটি কাফেলার মত একই দিকে চলমান, আল্লাহ তায়া'লার দিকে চলছে। ফলে সেও এ চলমান পবিত্র কাফেলার সাথে ঐকতানে চলে। এতে তার জীবন আনন্দময় হয় এবং তার বিবেক ও অনুভূতি স্থীর হয়।

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইলাহের একটি দলিল

"আমাদের গ্রহের অবলোকন ছিল ঐশী আভাস।"

এডগার মিশেল

চাঁদে ষষ্ঠ বিচরণকারী

এটা আল্লাহর সৃষ্টি!!

"এটা দেখা মাত্র অবশ্যই মানুষের মাঝে পরিবর্তন আসবে সে আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর ভালবাসাকে মূল্যায়ন করবে" তখন তিনি আলোচনা করেছিলেন জগত নিয়ে।

জেমস আরউইন

মহাকাশচারী

আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে মর্যাদা প্রদান

"ইসলামই হল আল্লাহ তায়ালার বিধান, আমাদের চার পাশে প্রকৃতির মাঝে তা আমরা দেখতে পাই। এক মাত্র আল্লাহর নির্দেশে পাহাড় সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্র বিচরণ করে এবং নিজ কক্ষ পথে সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। এ গুলো তাদের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর নির্দেশের অধীন। এমনিভাবে এই জগতের প্রতিটি অনু এমনকি জড় বস্তুও এ নিয়মের অধীন। ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান করেছেন। তাই ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর বিধানে চলতে পারে, ইচ্ছা করলে নিজে নিজের বিধান রচনা করবে এবং নিজের পছন্দের দীনের উপর চলতে পারে। দুঃখের বিষয় হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করেছে। "

ডেবোরা পটার

আমেরিকান সাংবাদিক

https://www.path-2-happiness.com

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যঃ

১- আল্লাহ তায়া'লার একত্ববাদের প্রমাণঃ

এ সুবিশাল মহাবিশ্ব, এর মধ্যকার সকল সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আল্লাহর মহিমা ও কুদরত এবং তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ সব কিছুই আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করে এবং প্রমাণ করে যে, তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই, কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে,তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। আর এক নিদর্শন এই যে,তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আর ও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর আরও নিদর্শনঃ তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। নভোমন্ডলে ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।} [সূরা রূমঃ২০-২৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি;

https://www.path-2-happiness.com/bn

অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়। বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।} [সূরা নামলঃ৫৯-৬৪]

২- মহাবিশ্বকে মানুষের আয়ত্ত্বাধীন করাঃ

আল্লাহ তায়া'লা বস্তুগত জিনিসের পূজা অর্চনা থেকে মানুষকে মুক্তি দান করেছেন। এ ধরায় যা কিছু আছে, আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুকে মানুষের অধীনস্থ ও আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন। এ সব কিছুই মানুষের জন্য তাঁর দয়া ও মমতা। তিনি জমিন আবাদ ও তাতে মানুষের পূর্ণ খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ সব কিছু করেছেন। অন্যদিকে মানুষ যেন তাঁর পরিপূর্ণ ইবাদাতের উপযুক্ত হয়। এখানে অধীনস্থ বলতে দুটো অর্থ বুঝায়ঃ আল্লাহকে জানা এবং তাঁর দয়া মমতা, সম্মান ও মর্যাদা বুঝার জন্য অধীনস্থ করা। অন্যটি হলোঃ অধীনস্থ বলতে মানুষের মর্যাদা অন্যান্য সব প্রাণী ও জিনিসের উপরে বুঝানো। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে।} [জাসিয়াঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।}

[ইবরাহিমঃ ৩২-৩৪]

নবুয়তের আলামত

"মুর্খ সমাজে বেড়ে ওঠা নিরক্ষর মুহাম্মাদ কিভাবে জগতের অলৌকিক বিষয় গুলো জানতে পেরেছিল? যা আল কোরআন বর্ণনা করেছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, অবশ্যই তা আল্লাহর কালাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

ডেবোরা পটার

আমেরিকান সাংবাদিক

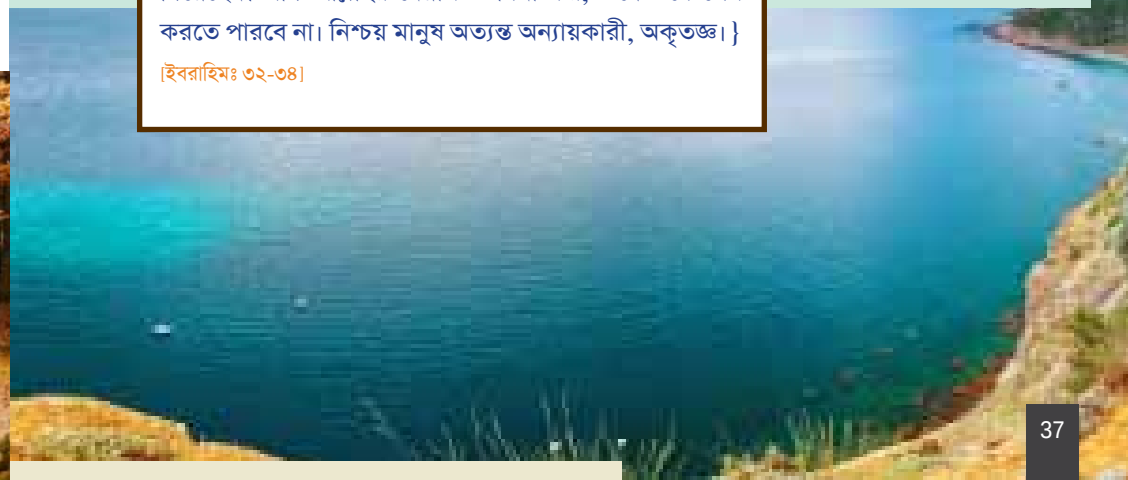

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

৩- যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও

মানুষের সৃষ্টির কথা বাদ দিলেও আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। কোন কিছু পুনঃরায় সৃষ্টি করা কি প্রথম বারের সৃষ্টির তুলনায় সহজ নয়ঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ।} [রুমঃ ২৭]

বরং আসমান জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির তুলনায় অনেক সঠিনতম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।} [গাফিরঃ ৫৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।} [রা'দঃ ২]

সত্য একটিই

"এ ধরনের সৃষ্টি দেখেও তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে না এটা অসম্ভব! এ সৃষ্টি তো আমার ঈমানকে আরো মজবুত করেছে। আমি এ চিত্রের আরো কিছু বিবরণ চাই।"

জন গ্লেন

প্রথম আমেরিকান মহাকাশচারী

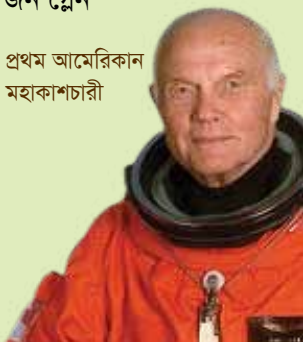

মহাবিশ্বে আপনার অবস্থান কোথায়

"এটি একটি ছায়া পথের বৃহৎ সমগ্রের চিত্র। এর একটিতে বা এক বিন্দুতে অবস্থিত আমাদের সৌর জগত। তবে আমাদের ছায়াপথে আছে ১০০০০০০০০০০০টিরও বেশী সুর্য। আর সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩০০০০০ গুন বেশী বড়। আর পৃথিবী তোমার ঘর থেকে -তোমার ঘরের আয়তন যদি ৫০০মিটার হয়- ১০২০১৪৪০০০০০০ গুন বড়। আর তোমার ঘর তোমার থেকে কত গুন বড়?!"

সমুদ্রের মধ্যে একটি বিন্দু

"এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হল, VYCanisMajoris আমাদের থেকে এর দুরুত্ব ৫ হাজার আলোক বর্ষ। সূর্য থেকে ৯২৬১০০০০০০ গুন বড়। অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন ২৬১ মিলিয়ন গুন বড়। আর সূর্য পৃথিবী থেকে ১৩০০০০০০ গুন বড়।!!"

মানুষের সৃষ্টি ও তার সম্মান:

এ মহাবিশ্ব, আসমান ও জমিন মানুষের তুলনায় অনেক বড় হওয়া সত্বেও আল্লাহ তায়া'লা এগুলোকে মানুষের অধীনস্থ ও অনুগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে।} [জাসিয়াঃ ১৩]

আর এসব কিছু তিনি করেছেন সমস্ত মাখলুকাতের উপরে মানুষের মর্যাদা দিতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।} [বনী ইস্রাইলঃ ৭০]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেনএবং আমাদেরকে আদম [আঃ] কে সৃষ্টির কাহিনী ও তাকে সম্মানের কথা শুনিয়েছেন। অতঃপর জান্নাত থেকে শয়তানের প্ররোচনায় তাঁকে জমিনে পাঠানো, তার অপরাধের কথা অতঃপর তার তাওবা কবুল করার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলছি- আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ

সকল মানুষ সমান

"প্রতিটি মানুষ জন্ম গ্রহণ করে স্বাধীন অবস্থায়। মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সবাই সমান। সবার আছে একটি বিবেক ও একটি হৃদয়। তাদের উচিৎ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃত্ব পূর্ণ হৃদ্যতার আচরণ করা।"

মানবাধিকার সংস্থার আন্তর্জাতিক
মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের প্রথম ধারা

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আমাদের বার্তা

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার যাকে ইচ্ছা হয় তাকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়ার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসা এবং সব ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে নিয়ে আসার জন্য।"

রেবয়ী বিন আমের
রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এর সাহাবী

করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ট। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত । সে বললঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথেচলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। হে আদম তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়োনা তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ বললেনঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা এক অপরের শত্রু তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে। বললেনঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরন করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।} [আ'রাফ ১১-২৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

তিনি মানুষকে উত্তম আকৃতি দিয়ে বানিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাতে রূহ ফুঁৎকার করেছেন, ফলে সুন্দর অবয়বে মানুষ সৃষ্টি হলো। সে শোনতে পায়, , দেখতে পায়, নড়াচড়া করতে পারে ও কথা বলতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।} [মু'মিনুনঃ ১৪]

যা কিছু জানার প্রয়োজন, তার সব কিছুই তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে এমন কিছু গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী দান করেছেন যা তিনি অন্য কোন প্রাণীকে দান করেননি। সেগুলো হলোঃ বিবেক, জ্ঞান বুদ্ধি, বর্ণনাশক্তি, কথা বলা, সুন্দর ও উত্তম চেহারা সুরত, মর্যাদাবান রূপ আবয়ব, সুঠাম দেহ ও চিন্তা গবেষণা দ্বারা জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি। তিনি তাদেরকে উত্তম চরিত্র ও ভাল গুনাবলীর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর সম্মানিত করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্য এ সম্মানের অন্যতম নিদর্শন হলো: আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মানব আদম [আঃ] কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?} [ছোয়াদঃ ৭৫]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতর অবয়বে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।} [ত্বীনঃ ৭]

তিনি আরো বলেনঃ {তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।} [তাগাবুনঃ ৩]

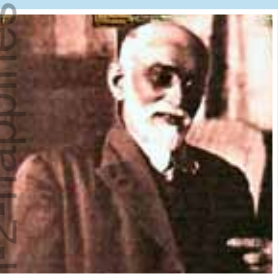

কোন মাধ্যম নেই

"এখানে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল, মানুষ ও তার প্রতিপালকের মাঝে মাধ্যম না থাকা। আর তা পেয়েছে কার্যকারী বুদ্ধির আধিকারিরা।"

ডিনেট

ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ

আল্লাহ তায়া'লা আদম [আঃ] কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেনঃ {স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল।} [বনী ইসরাইলঃ ৬১]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে বিবেক, চিন্তাভাবনা শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টশক্তি ও অন্যান্য অনুভূতি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।} [নাহলঃ ৭৮]

আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে তাঁর রূহ হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। এভাবে তাদের মাঝে উন্নত আত্মা বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো।} [ছোয়াদঃ ৭২]

ইহা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান, এজন্যই মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করতে হয়। অতএব, যার মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের রূহের ফুঁৎকার রয়েছে তাঁর উপরে সীমালঙ্ঘন করা কিভাবে সমীচীন হবে?!!। তিনি ফেরেশতা ও জীন জাতিকে বাদ দিয়ে মানুষকে জমিনের বুকেখলিফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।} [বাকারাঃ ৩০]

ইহা মানুষের জন্য এক মহা সম্মান যা সেসব ফেরেশতারাও পায়নি যারা আল্লাহ তাআলার আদেশের অবাধ্য হয়না এবং সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ তাহলীল ও জিকিরে মশগুল থেকে।

-আল্লাহ তায়া'লা এ মানুষের জন্য আসমান ও জমিনের সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। এর মধ্যকার চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ নক্ষত্র, ছায়াপথ নিহারীকা ইত্যাদি সব কিছু মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{

{এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।} [জাসিয়াঃ ১৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

মাখলুকাতের যতই মর্যাদা হোক না কেন, সে যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, নিষেধ করেছেন। ইহা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা। যেহেতু তিনি তাকে মানুষের দাসত্ব হতে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে এসেছেন। অতএব আল্লাহর এ ইবাদত ও দাসত্ব অন্যের ইবাদত ও দাসত্ব হতে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা লাভ। এজন্যই তিনি তাঁর ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন কোন মানুষ বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে ওসিলা বা মাধ্যম স্থির করেছে এবং সে মাধ্যমকে তারা ইলাহের কিছু গুণে গুণান্বিত করেছে। এজন্যই আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন এভাবে যে, মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোন মধ্যস্থতা নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।} [তাওবাঃ ৩১]

বস্তুগত উপকরণাদি গ্রহনের সাথে সাথে তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে শংকা, উদ্বেগ, হতাশা ও বিষন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। তাকদীরের উপর বিশ্বাসের ফলে ঈমানদারলোক নিরাপদ ও নিরাপত্তায় থাকে, সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতি নিয়ে থাকে। আর

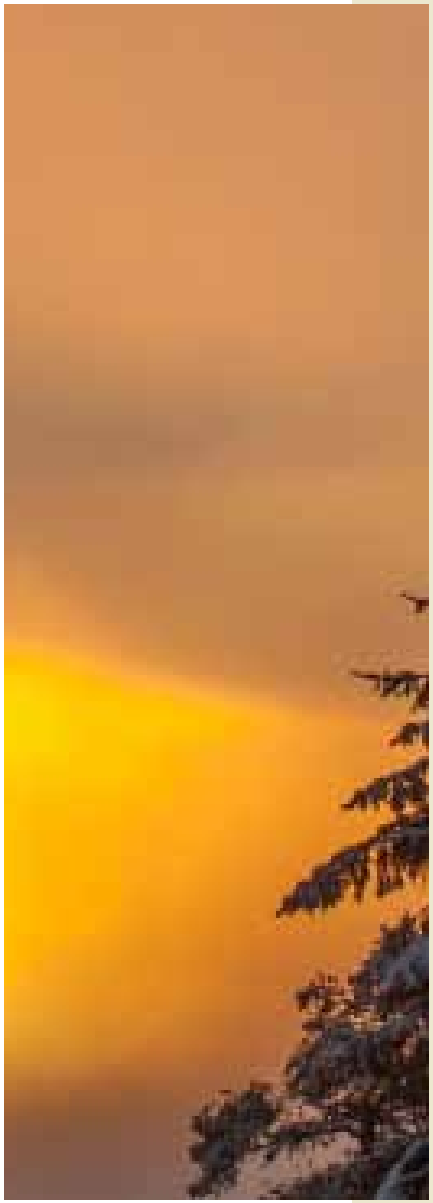

কোন কিছু হারালে যতক্ষণ সে উপকরণ অবলম্বনে অবহেলা করেনা ততক্ষণ সে দুঃখ-চিন্তাগ্রস্থ বা নিরাশায় পতিত হয়না। কেননা এ সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।} [হাদীদঃ ২২]

মু'মিনের এ বিশ্বাস তাকে আত্মিক সমতা, প্রকৃত স্থিরতা ও অনেক প্রশান্তি দান করে। কেননা কোন বালা মুসিবত তাকে প্রভাবিত বা আতংকিত করতে পারেনা। যেমনিভাবে কোন নেয়ামত ও খুশি তাকে অহংকারী ও ঔদ্ধত্য করেনা।

মানুষের বিবেককে মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা মানুষের বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে অনেক মূল্যবানকরেছেন, তিনি তাকে চিন্তা ও গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বিবেকের মাধ্যমে দলিল পেশ করাকে তিনি ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রর্দশনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।} [ইউনুসঃ ১০১]

তিনি বিবেককে সম্মান করার জন্য এবং ইহার হেফাযত ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির মাধ্যমে বিবেককে অসার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাতিত কাউকে শরীয়তের হুকুম দেয়া হয়নি। এমনিভাবে বিবেককে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদের উপর প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরং কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি বিবেকের আশ্রয় নিতে বলেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।} [বাকারাঃ ১১১]

তিনি বিবেককে কুসংস্কার, ভন্ডামী, ভেলকিবাজি, জ্বীনের দ্বারা তদবীর ও ইহার সদৃশ যা কিছু আছে তা থেকে মুক্তিদান করেছেন। প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে, অন্যের কাজের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।।} [ফাতিরঃ ১৮]

মানুষের এ মর্যাদা একটি বড় ব্যাপার, এর দ্বারা তিনি মানবজাতিকে অন্যের বোঝা থেকে মুক্তি দান করেছেন।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদাদান

বনী আদমকে সম্মান ও মর্যাদাপ্রদান একজাতির উপর সীমিত নয়, বরং তিনি নারী পুরুষ সবাইকেই সমানভাবে মর্যাদা ও সম্মানদান করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী।} [বাকারাঃ ২২৮]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।} [তাওবাঃ ৭১]

আখেরাতের প্রতিদানে নারী পুরুষ থেকে ব্যাতিক্রম হবেনা। সকলে কর্ম অনুযায়ী সমান প্রতিদান পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া [এই বলে] কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।} [আলে ইমরানঃ ১৯৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।} [নিসাঃ ১২৪]

আল্লাহ তায়া'লা নারীকে মানুষরূপে সম্মানিত করেছেন, যেহেতু তিনি তাদেরকে পুরুষের ন্যায় সাওয়াব ও শাস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বশীল ও যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এমনকি মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রথম হুকুমও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একত্রে ছিল। আল্লাহ তায়া'লা প্রথম মানুষ আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।} [বাকারাঃ ৩৫]

এমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লা আদম [আঃ] এর জান্নাত থেকে বের হওয়া ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের দুঃখ দুর্দশার জন্য নারীকে দায়ী করেননি, যেমনিভাবে কোন কোন ধর্মে তা করা হয়েছে। বরং আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন যে, আদম [আঃ] নিজেই সে ব্যাপারে প্রথম দায়ী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।} [ত্বহাঃ ১১৫]

{অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে {গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথ ভ্রষ্ঠ হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন।} [ত্বহাঃ ১২১-১২২]

সমান অধিকার

"অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও ছাত্র পরিষদ গুলোতে ছাত্র ছাত্রীর মাঝে সমতা বিধান করেনি। পরে ১৯৬৪এর ২৬শে জুলাইর একটি সিদ্ধান্তে তা করা হয়। "

প্রকৃত বিস্ময়

"আমরা যদি কোরআনের নিয়মাবলীকে আগের সব সমাজের নিয়মাবলীর সাথে তুলনা করি তাহলে সন্দেহাতীতভাবে কোরানের নীতিমালা অগ্রগামীতায় রেকর্ড করবে। বিশেষভাবে এথেন্স এবং রোমের তুলনায়। যেখানে নারীরা ছিল স্পষ্টভাবে নীচু।"

ফরাসি দার্শনিক

রজার গারুডি

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানব রচিতআইনে নারী

"রোমে নারী বিষয়ক গবেষণার একটি বড় সমাবেশ হয়েছিল। এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী এমন বস্তু যার আত্মা নেই। এই কারণে সে পরকালের জীবন লাভ করবেনা। সে অপবিত্র, তাই তার উচিত গোস্ত না খাওয়া, না হাসা, বরং তার উচিৎ কথা না বলা। এবং তার উচিৎ প্রার্থনা, উপাসনা, ও সেবার মাঝে সময় অতিবাহিত করা। সে সব থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য তারা নারীর মুখে লোহার তালা লাগিয়েছিল। উচু থেকে নিচু সব পরিবারের নারীরাই পথে ঘাটে, সকাল সন্ধ্যা, ঘরে বাইরে তালা মুখে রেখে চলাফেরা করত। তাছাড়া শারীরিক নানা নির্যাতন তো ছিলই। কারণ, নারী হল [তাদের দৃষ্টিতে] প্ররোচনার উপকরণ। শয়তান হৃদয়কে কলুষিত করতে নারীকে ব্যবহার করে।"

তাদের নিকট নারী

"ভারতের প্রাচীন ধর্মে রয়েছেঃ মহামারী, মৃত্যু, নরক, বিষ, সাপ, ও আগুন নারী থেকে উত্তম। নারীর বেচে থাকার অধিকার শেষ হয়ে যায় তাঁর মুনিব ও মালিক স্বামীর জীবনাবসানের মাধ্যমে। স্বামীর দেহ যখন দাহন করতে দেখবে তখন সে যদি আগুনে ঝাপিয়ে পড়বে, না হয় সে অনন্ত অভিশাপে নিমজ্জিত হবে।"

https://www.path-2-happiness.com/bn

এমনিভাবে মানুষ হিসেবে নারী পুরুষ সকলেই সমান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজরাতঃ ১৩]

নারী পুরুষ উভয়েই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সমানভাবে অংশীদারঃ

সামাজিক ও নাগরিক দায়বদ্ধতা বিশেষ করে বস্তুগত অধিকারঃ নারীর আভ্যন্তরীন ব্যক্তিত্বই হলো সম্মানিত ও মূল্যবান। আল্লাহ তাআলা হুকুম-আহকাম ওয়াজিব ও আদায়ের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সবাইকে সমান করেছেন। নারীকে লেনদেন, বেচাকেনা সব কাজেই পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। এসব সামাজিক ও নাগরিক অধিকার তাদের আবশ্যকীয় প্রাপ্য, তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন শর্ত ও বাঁধা দেয়া যাবেনা। তবে হ্যাঁ যেসব শর্তাবলী পুরুষদের ক্ষেত্রে ও হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।} [নিসাঃ ৩২]

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদের অধিকার রেখেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।} [নিসাঃ ৭]

ভাল বা খারাপ কাজের প্রতিদান ও শাস্তির ক্ষেত্রে শরিয়তে তাদের অবস্থা পুরুষের মতই করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {৫ পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।} [মায়েদাঃ ৩৮]

এমনিভাবে পরকালের প্রতিদানেও উভয়ের সমান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [নাহলঃ ৯৭]

তারা উভয়ে উভয়ের বন্ধু ও সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।|} [তাওবাঃ ৭২]

নারীর সাথে কোমল আচরণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যুদ্ধে নারীকে হত্যা করা হারাম করেছেন। হায়েজগ্রস্থ নারীদের সাথে একত্রে খাওয়া- দাওয়া করার এবং সহবাস ছাড়া মেলামেশা করতে আদেশ দিয়েছেন। ইহুদীরা এসব করতে নিষেধ করত, তারা নারীকে হায়েজ অবস্থায় দূরে সরিয়ে রাখত, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে খাওয়া- দাওয়া করত না।

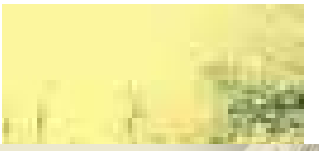

এ কেমন অত্যাচার?!

"পরুষের তুলনায় নারী হল, মুনিবের তুলনায় দাসের মত। বুদ্ধির কাজের তুলনায় হাতের কাজের মত। গ্রিকের তুলনায় বর্বরের মত। নারী হল, উন্নতির সোপানের নিম্ন ধাপে দাঁড়িয়ে থাকা ভাংগা পা। "

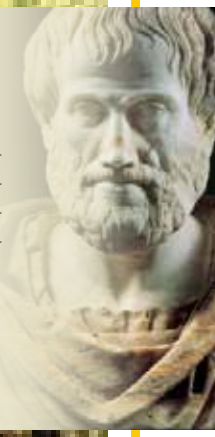

অ্যারিস্টটল
গ্রিক দার্শনিক

ফরাসি নারী

"৫৮৬ খৃঃ ফ্রান্সের একটি রাজ্যে সম্মেলন হয়েছিল। এতে নারী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, নারী কি মানুষ না অমানুষ? আলোচনার শেষে তারা সিদ্ধান্ত করে, নারীরা মানুষ তবে তাদের কে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের সেবার জন্য। ১৯৩৮ সালে আইন করে রহিত করা হয় নারীদের কিছু আর্থিক লেনদেন নিষেধের আইন। এতে ফ্রান্সের নারীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজের নামে ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সুযোগ পেল নারীরা।"

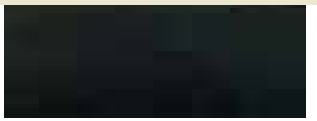

https://www.path-2-happiness.com/bn

অধিকার বঞ্চিত নারী

"আমি এবং আমার হৃদয় ঘুরেছি জানতে, অনুসন্ধান করতে, অর্জন করতে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি, এবং জানানোর জন্য যে, অনিষ্ট হল অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতা হল মত্ততা। তখন মৃত্যুর চেয়ে বেশী তিক্ত দেখতে পেলাম নারীকে। যে হল জাল এবং যার হৃদয় হল ফাঁদ এবং যার দুটি হাত হল বেড়ি। "

বাইবেল

সমান সমান

"ইসলামের ছায়ায় নারী ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা, অর্জন করেছে উচু মর্যাদা। ইসলামই নারীকে পুরুষের সমমান ও সহজাত মনে করে। নারী পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। ইসলাম নারী শিক্ষা এবং নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইসলাম তাদেরকে মালিকানার অধীকার দিয়েছে এবং তাদেরকে মালিকানাধীন সম্পদে খরচের স্বাধীনতা দিয়েছে। তেমনি ভাবে তাদেরকে দিয়েছে বিয়ে চুড়ান্ত করার অধিকার, এবং চিন্তা ও বাক স্বাধীনতা।"

মোনা ম্যাকলোসকি
জার্মান কূটনৈতিক

নারীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম কর্তৃক সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ তিনি বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি"। [তিরমিজি, ইমাম তিরমিজি বলেনঃ হাদিসটি হাসান ও সহীহ]।

রাসুলের [সাঃ] এর যুগে কোন এক নারীকে প্রহর করা হলে তিনি খুবই রাগান্বিত হন। তিনি বললেনঃ «তোমাদের কেহ কেহ তার স্ত্রীকে দাস-দাসীর মত প্রহার করে অতঃপর দিনের শেষে কিভাবে তার সাথে মিলিত হবে!»(বুখারী)

যখন একদল মহিলা রাসুলের [সাঃ] নিকট তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিলেন, তখন রাসুল [সাঃ] বললেনঃ «অনেকের স্ত্রী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে মুহাম্মদের পরিবারে এসেছে, সে সব স্বামীরা উত্তম লোকদের অন্তর্ভূক্ত নয়।» (আবু দাউদ)

ইসলাম নারীকে যে পরিমান মর্যাদা দিয়েছে পুরুষকে ততখানি দেয়নি। আল্লাহ তায়া'লা মায়ের সাথে পিতার চেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। এক লোক রাসুলের [সাঃ] নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললঃ তারপর কে? নবী করিম [সাঃ] বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেনঃ তারপর তোমার বাবা। [বুখারী ও মুসলিম]।

মানবরচিত আইন জুলুমপূর্ণ

"রাজা অষ্টম হেনরি মহিলাদের জন্য পবিত্র বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। অনুরূপ ভাবে নারীরা সাধারণ ইংরেজ আইনে প্রায় ১৮৫০ সাল নাগাদ নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতনা। তাদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিলনা। নিজের পোশাকের মালিক হওয়ার অধিকার ছিলনা। তাদের অধিকার ছিলনা কপালের ঘাম ঝরিয়ে উপার্জন করা অর্থের মালিক হওয়ার।"

রাজা অষ্টম হেনরি

পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের পালল পালনের জন্য অধিক সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। রাসুল [সাঃ] বলেছেনঃ «যাদেরকে কন্যা সন্তান দান করা হয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সুন্দরভাবে লালন পালন করেছে, সে সব কন্যা সন্তান তাদেরকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।» (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি [সাঃ] আরো বলেছেনঃ «হে আল্লাহ আমি দুই দুর্বলের জটিলতা নিরসণের ব্যাপারে আপনার নিকট প্রার্থণা করছি, তারা হলঃ ইয়াতীম ও নারীঅনেকের স্ত্রী তাদ »
(হাদিসটি হাসান, ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।)

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানব সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ তায়া'লা মহাবিশ্বের সব কিছুকে যে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, সব মাখলুকাতের উপর যাকে মর্যাদা দান করেছেন, তাদেরকে এক মহান উদ্দেশ্য ও হিকমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনর্থক কাজ হতে পুতঃপবিত্র। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, [তারা বলে] পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

আল্লাহ তায়া'লা দুষ্ট কাফিরদের ধারণা সম্পর্কে বলেনঃ {আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দূর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।} [ছোয়াদঃ ২৭]

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে অন্যান্য জীব জানোয়ারের মত খাওয়া, পান করা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে সব প্রাণীর উপর মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার রবের সাথে কুফুরী করে। সে ভুলে যায় তার সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। অস্বীকার করে তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেন তার সব চিন্তাভাবনা দুনিয়ার ভোগবিলাস লাভের জন্য। এ সব লোকের জীবন হলো জন্তু জানোয়ারের জীবনের মতো, বরং সেগুলোর থেকেও অনেক অধম। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।} [মুহাম্মদঃ ১২]

আল্লাহ্‌র দিকে

"ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এক যোগে লড়াই করছে সংশয়, অবিশ্বাস ও কুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধের এক স্লোগান ছিল "আল্লাহর দিকে" এবং তা সর্বাদা থাকবে।"

মার্কস প্লাঙ্ক
কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।} [হিজরঃ ৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।} [আ'রাফঃ ১৭৯]

সকল মানুষই জানে তার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটা হিকমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। চক্ষু দেখার জন্য, কান শুনার জন্য...এভাবে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এটা কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিকমতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে?! অথবা সে তার স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিতে রাজী নয় যখন তিনি তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন?!

তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করয়েছেন? কেন আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন? কেন পৃথিবীর সব কিছু আমাদের আয়াত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে? আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।} [জারিয়াতঃ ৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।} [মুলকঃ ১-২]

স্পষ্ট প্রমান

"পরাক্রমশালী কোন স্রষ্টা ছাড়া জীনের সুচনা কিংবা এর স্থায়িত্ব মানুষ কল্পনা করতে পারেনা। আমি বিশ্বাস করি যে, দার্শনিকগন জীবন সম্বন্ধে তাদের দর্শন গবেষণায় এ জগতে ছড়িয়ে থাকা স্পষ্ট প্রমান থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে।

ম্যাগ্নিস্মাক্লিয়াস
ব্রিটিশ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

জ্ঞানীদের নিকট একথা স্পষ্ট যে, যিনি যে জিনিস তৈরি করেন তিনি উক্ত জিনিসের হিকমত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত থাকেন। আল্লাহ পাক সুমহান। তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভাল জানেন তাদের সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে। শুধু নামাজ রোজা ছাড়াও ইবাদতের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। বরং তাতে সমস্ত পৃথিবীর আবাদও শামিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব; তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল।} [হুদঃ ৬১]

মানুষের পুরো জীবনটাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।} [আনআ'মঃ ১৬২-১৬৩]

ইবাদাতের মর্ম সামগ্রিক

রাসুল সঃ এরশাদ করেন, যখন কেয়ামত হবে তখন তোমাদের কারো হাতে যদি একটি চারা থাকে তাহলে সে যেন তা রোপণ করে নেয়। [আহমদ বর্ননা করেছেন]

তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কেউ তার কামবাসনা পূরণ করবে আর এতে তার জন্য সাওয়াব থাকবে?! রাসুল সঃ বললেন, «বল দেখি, সে যদি ঐ বাসনা হারাম পন্থায় পূরণ করত তাহলে কি তার পাপ হতনা? একই ভাবে যদি হালাল ভাবে সে বাসনা পূরণ করে তাহলে সে সাওয়াব পাবে।» (মুসলিম শরীফ)

হাদিস শরীফ

অতঃপর হে মানুষ.....

পুরো জাহান যখন তোমার জন্য আয়াত্তাধীন করে দেয়া হলো, যখন তোমার সামনে সব ধরনের দলিল প্রমাণ পেশ করা হলো যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যখন তুমি জানতে পারলে যে আসমান জমিন সৃষ্টির চেয়ে মৃত্যুর পরে তোমাকে পুনঃরায় সৃষ্টি করা আরো সহজ, যখন তুমি জানতে পারলে আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন, তোমার জন্য মহাবিশ্বকে আয়াত্তাধীন করে দিয়েছেন, তারপরেও তুমি তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত কেন? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।} [ইনফিতারঃ ৬-৮]

তোমাকে সর্বশেষে তোমার পালনকর্তার সাথে মিলিত হতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে। এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে, এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।} [ইনশিকাকঃ ৬-১২]

আল্লাহ তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তির পথে চলো। এতে তোমার জীবন সুখী হবে, শান্তি পাবে এবং মৃত্যুর পরে পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের মুহুর্তে সুখী হবে। এমনিভাবে সারা জাহান তার রবের ইবাদত করে। সব সৃষ্টজীব আল্লাহর তাছবীহ ও প্রশংসা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

{রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে।} [জুমআঃ ১]

তাঁর মহিমায় সবাই সিজদা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি।} [হাজ্বঃ ১৮]

বরং এ জাহানের সবাই তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের রবের সালাতও তাছবীহ পড়ে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখনা যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।} [নুরঃ ৪১]

তাহলে তোমার কি উচিত হবে এ মহিমান্বিত দৃশ্য থেকে আলাদা থাকা? এতে তুমি অপমানিত হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমন্ডলে, যা কিছু আছে ভুমন্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি পর্বতরাজি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।} [হাজ্বঃ ১৮]

https://www.path-2-happiness.com/bn

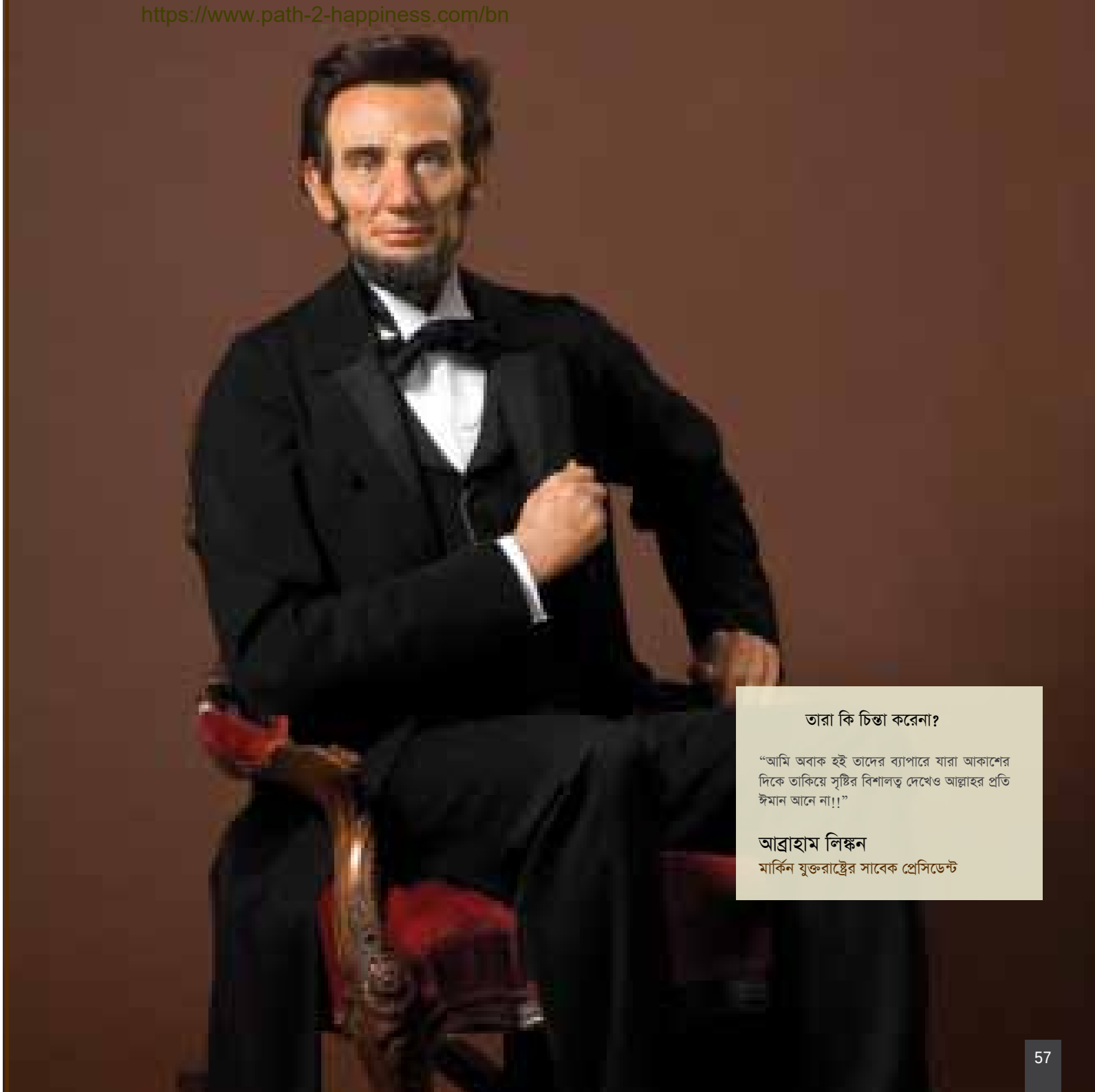

তারা কি চিন্তা করেনা?

"আমি অবাক হই তাদের ব্যাপারে যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টির বিশালত্ব দেখেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না!!"

আব্রাহাম লিঙ্কন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট